ঝিনাইদহের বারইখালী-উদয়পুর গ্রামের নবগঙ্গা নদীতে আজও নির্মিত হয়নি সেতু

ঝিনাইদহের নবগঙ্গা নদীর ওপর একটি পাকা সেতু না থাকায় বছরের পর বছর ধরে দুর্ভোগ পোহাচ্ছেন দুই পাড়ের অন্তত ১০টি গ্রামের হাজারো মানুষ। ঝুঁকিপূর্ণ কাঠ-বাঁশের সাঁকোই তাদের চলাচলের একমাত্র ভরসা।

এতে ভোগান্তিতে পড়ছেন শিক্ষার্থী, কৃষকসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ। ব্যাহত হচ্ছে জরুরি চিকিৎসাসেবাও। পৌরসভার পাশেই এমন যোগাযোগ ব্যবস্থার দুর্দশা থাকলেও দীর্ঘদিনেও নির্মাণ হয়নি কোনো পাকা সেতু।

সরেজমিনে দেখা যায়, ঝিনাইদহের নবগঙ্গা নদীর ওপর নির্মিত সরু কাঠের সাঁকোটি এক পাশে পৌরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের উদয়পুর এবং অন্য পাশে সদর উপজেলার পোড়াহাটি ইউনিয়নের বারইখালী গ্রামের মানুষের যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম। ঝুঁকি নিয়েই প্রতিদিন এই সাঁকো পারাপার হচ্ছেন দুই পাড়ের মানুষ। বিশেষ করে বর্ষা মৌসুমে নদীতে পানি বাড়লে এবং সাঁকো পিচ্ছিল হয়ে উঠলে দুর্ঘটনার আশঙ্কা আরও বেড়ে যায়।

উদয়পুর গ্রামের বাসিন্দা শাকিল হোসেন বলেন, বছরের পর বছর ধরে এই সাঁকো দিয়ে আমাদের চলাচল করতে হচ্ছে। শিশু, নারী ও বয়স্কদের সাঁকো পার হতে অনেক সমস্যা হয়। অনেক সময় দুর্ঘটনার আশঙ্কা নিয়ে চলাচল করতে হয়। এখানে একটি পাকা সেতু নির্মাণ করা হলে দুই পাড়ের মানুষের দুর্ভোগ কমবে।

বারইখালী গ্রামের কৃষক নজু মিয়া বলেন, সাঁকো দিয়ে ভ্যান, রিকশা কিংবা বড় কোনো যানবাহন চলাচল করতে পারে না। ফলে উৎপাদিত ফসল মাথায় করে নদী পার করতে হয়। কেউ অসুস্থ হলে কিংবা জরুরি প্রয়োজনে রোগী ও মালামাল আনা-নেওয়ার ক্ষেত্রেও চরম সমস্যায় পড়তে হয়। বিকল্প পথে যেতে কয়েক কিলোমিটার ঘুরে যেতে হয়।

স্থানীয় বাসিন্দা সালাম মিয়া বলেন, ঝিনাইদহ পৌরসভা ও পার্শ্ববর্তী পোড়াহাটি ইউনিয়নের অন্তত ১০টি গ্রামের মানুষের

চলাচলের সুবিধার্থে এখানে দ্রুত একটি পাকা সেতু নির্মাণ করা হোক। তাহলে আমাদের এই ভোগান্তি দুর হবে।

এ বিষয়ে ঝিনাইদহ সদর উপজেলা প্রকৌশলী মোঃ আবুল কালাম আজাদ বলেন, ওই স্থানে সেতু না থাকায় স্থানীয়দের দুর্ভোগ হচ্ছে। সেখানে একটি সেতু নির্মাণের জন্য প্রকল্প প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে। প্রকল্পটি অনুমোদন হলে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।